কালের কন্ঠ ০৪.০১.১৭

মিরসরাইয়ে ১১৫০ একর জমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল করবে বেপজা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলায় এক হাজার ১৫০ একর জমির ওপর অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এবং বেপজা গভর্নর বোর্ডের চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা গত ১ জানুয়ারি 'বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল' স্থাপনের বিষয়টি অনুমোদন করেছেন। শিগগিরই বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলের কার্যক্রম শুরু হবে। এটাকে নতুন বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে বিশেষ উপহার হিসেবেই দেখছে বেপজা কর্তৃপক্ষ।

বেপজা সূত্র জানায়, বর্তমানে বেপজার অধীনে আটটি ইপিজেডে ৩৮টি দেশের বিনিয়োগকারীরা ৪ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইপিজেডগুলোতে প্লট স্বল্পতার কারণে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিগত কয়েক বছর জমি বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। স্যামসাং, সনির মতো বিশ্বখ্যাত বহুজাতিক কম্পানিকেও জমির অভাবে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে।

এ অবস্থায় চট্টগ্রামের নিকটবর্তী মিরসরাইয়ে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল চালু হলে বেপজায় আগত বিনিয়োগকারীদের চাহিদা অনুযায়ী প্লট দেওয়া সম্ভব হবে বলে জানালেন বেপজার মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) নাজমা বিনতে আলমগীর। তিনি জানান, ইপিজেড স্থাপনে বেপজার বিশেষ দক্ষতা, পরিচালন অভিজ্ঞতা এবং পেশাগত জ্ঞান বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করবে।

এ প্রসঙ্গে কালের কণ্ঠকে নাজমা বিনতে আলমগীর বলেন, 'বেপজা নিয়ন্ত্রিত ইপিজেডে বিনিয়োগের ব্যাপারে বিদেশিদের প্রচুর আগ্রহ রয়েছে। বেপজা নিজের প্রায় তিন যুগের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যত দ্রুত সম্ভব অর্থনৈতিক অঞ্চলটিকে বিনিয়োগ উপযোগী করে তুলবে।'

বেপজা সূত্র জানায়, দেশে বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি, রপ্তানির বৈচিত্র্যায়ণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বেপজা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত অর্থবছরে ইপিজেডগুলোতে বিনিয়োগ এসেছে ৪০৪ দশমিক ৩৬ মিলিয়ন ডলার এবং রপ্তানি হয়েছে ৬ দশমিক ৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের পণ্য। বিগত কয়েক বছর দেশের মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং জাতীয় রপ্তানিতে বেপজার অবদান প্রায় ২০ শতাংশ। বর্তমানে ইপিজেডগুলোতে চালু ৪৬২টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রায় চার লাখ ৬৩ হাজার বাংলাদেশি নাগরিক কর্মরত রয়েছে। এর মধ্যে ৬৪ শতাংশই নারী।

গতকাল আবদুল মোনেম লিমিটেডের সিইও এ এস এম মাঈনুদ্দিন মোনেমের হাতে চূড়ান্ত লাইসেন্স তুলে দেন বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী

চূড়ান্ত অনুমোদন পেল আবদুল মোনেম

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানী ঢাকা থেকে ৩৭ কিলোমিটার দূরত্বে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার চূড়ান্ত অনুমোদন পেল আবদুল মোনেম লিমিটেড। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বিডিবিএল ভবনে আবদুল মোনেম লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এ এস এম মাঈনুদ্দিন মোনেমের হাতে চূড়ান্ত লাইসেন্স তুলে দেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী। এ সময় বেজার নির্বাহী সদস্য এম এমদাদুল হক, আব্দুস সামাদসহ আবদুল মোনেম লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন মোনেমসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মোনেমসহ এ নিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত লাইসেন্স দিয়েছে বেজা। আরেকটি প্রতিষ্ঠান হলো মেঘনা গ্রুপ।

গতকাল লাইসেন্স প্রদান অনুষ্ঠানে জানানো হয়, রাজধানী ঢাকা থেকে ৩৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার চরবাউশিয়া ও চরজাজিরা মৌজায় অবস্থিত এই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এই অর্থনৈতিক অঞ্চলের বর্তমান এলাকা ১৪২ একর। মাঈনুদ্দিন মোনেম বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করা হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদ্যুৎব্যবস্থা, নিজস্ব পানি সরবরাহব্যবস্থা, তিতাস থেকে সরবরাহ করা গ্যাস সংযোগসহ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সব সর্বাধুনিক পরিষেবা সুবিধাদি থাকবে বলে জানান বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান। যা এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারীদের সরবরাহ করা হবে। এর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ সড়ক, আধুনিক নিষ্কাশনব্যবস্থা, জীববৈচিত্র্য রক্ষাকল্পে দীর্ঘ জলাধার এবং পরিবেশবান্ধব সবুজের সমারোহ থাকবে।

মোনেম লিমিটেড আশা করছে, পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে প্রথম বছর থেকে দক্ষ-অদক্ষ নারী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। যা পাঁচ বছরের মধ্যে এক লাখে উন্নীত হবে।